৬

দ্রব্য ও সার্বিক ধারণা
Substance and Universals

আমরা জ্ঞান আহরণ কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশিষ্ট বস্তুকে শ্রেণীবদ্ধ করি। জগতের অনেক বস্তুকে আমরা 'বৃক্ষ' নামে, অনেক বস্তুকে 'ফুল' নামে, অনেক বস্তুকে 'টেবিল' নামে, অনেক বস্তুকে 'মানুষ' নামে আখ্যায়িত করি। আমরা বিভিন্ন বস্তু বা প্রাণীকে এই যে একই নামে অভিহিত করি তার কারণ হলো তারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে পার্থক্য আছে; রহিম, রহমান, রফিক, শফিক প্রমুখ মানুষ হলেও তাদের পরস্পরের মধ্যে নানা রকম পার্থক্য আছে। তথাপি আমরা সবাইকে 'মানুষ' নামে অভিহিত করি, কারণ 'মনুষ্যত্ব' নামক শ্রেণীধর্ম সব মানুষের মাঝেই বর্তমান। এই শ্রেণীধর্মকে সামান্য বা সার্বিক ধারণা **(Universals)** বলা হয়। বর্তমান ইউনিটে আমরা দ্রব্য ও সার্বিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করবো।

এই ইউনিটে মোট পাঁচটি পাঠ রয়েছে

- দ্রব্যের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা
  Different Conceptions of the Nature of Substance
- দ্রব্য সম্পর্কে আধুনিক মত
  Modern Views of Substance
- সার্বিক ধারণার প্রকৃতি : প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের অভিমত
  The Nature of the Universal: The Views of Plato and Aristotle
- সার্বিক ধারণার প্রকৃতি : নামবাদ
  The Nature of the Universal: Nominalism
- সার্বিক ধারণার প্রকৃতি : ধারণাবাদ বা প্রত্যয়বাদ

The Nature of the Universal: Conceptualism

পাঠ ১

দ্রব্যের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা
Different Conceptions of the Nature of Substance

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- দ্রব্য কী বর্ণনা করতে পারবেন।
- দ্রব্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দ্রব্য সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মতামত বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তুর পেছনে যে বস্তু রয়েছে বলে ধারণা করা হয় তাকে দ্রব্য (Substance) নামে অভিহিত করা হয়। এই দ্রব্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এক ধরনের মতবাদ পোষণ করেন', দার্শনিকরা আরেক ধরনের মতবাদ পোষণ করেন। আবার দার্শনিকদের মধ্যে বুদ্ধিবাদীরা এক ধরনের মতবাদ, অভিজ্ঞতাবাদীরা আরেক ধরনের মতবাদ; কান্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিক আরেক ধরনের মতবাদ পোষণ করেন। আমরা এখন দ্রব্য সম্পর্কে এই বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করবো।

সাধারণের মতে দ্রব্য

সাধারণের মতে, যে কোন বস্তুই কতগুলি গুণের সমষ্টি, কিন্তু গুণগুলি একা একা অবস্থান করতে পারে না; গুণ যাকে আশ্রয় করে থাকে তাকে দ্রব্য বলে। দ্রব্যকে গুণগুলি থেকে পৃথক করে চিন্তা করা যায়। যেমন- লবণ, এই বস্তুর গুণগুলি হলো নোনতা, সাদা, কঠিন ইত্যাদি। লবণের দ্রব্যত্ব হলো এই গুণগুলির আধারবিশেষ। সুতরাং বস্তু হলো দ্রব্য ও গুণের সমষ্টি। এই দ্রব্যের স্বরূপ সম্পর্কে যে ধারণাগুলি পোষণ করা হয় তাহলো : (১) শত পরিবর্তনের মধ্যেও দ্রব্য মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে (২) দ্রব্য হলো বস্তুর ক্রিয়া, শক্তি ও প্রচেষ্টার উৎস (৩) বস্তুর গুণের মাধ্যমে দ্রব্য নিজেকে প্রকাশ করে।

বুদ্ধিবাদীদের মতে দ্রব্য

বুদ্ধিবাদী ডেকার্ট ও স্পিনোজার মতে, যা স্বনির্ভর ও অন্যনিরপেক্ষ স্থিতিসম্পন্ন তাই দ্রব্য। অন্যনিরপেক্ষতা দ্রব্যের স্বরূপ। গুণ দ্রব্যের উপরই নির্ভরশীল। দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারে না। সুতরাং গুণ দ্রব্য নয়। গুণ দ্রব্যে আশ্রিত এবং দ্রব্য গুণের আশ্রয়।

ডেকার্টের মতে, দ্রব্য তিনটি : ঈশ্বর, মন ও জড়। আর স্পিনোজার মতে, দ্রব্য একটি : ঈশ্বর। ডেকার্টের মতে, মন ও জড় ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। কারণ এরা ঈশ্বরের সৃষ্টি। ডেকার্টের

মতে, অন্যনিরপেক্ষতাই হলো দ্রব্যের স্বরূপ। ডেকার্টের দ্রব্যের লক্ষণ থেকে স্পিনোজা সিদ্ধান্ত করেন, একমাত্র ঈশ্বরই হলো দ্রব্য। ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের দুটি গুণ হলো মন ও জড় (চেতনা ও বিস্তৃতি)। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ও সত্তা। অন্য সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

বুদ্ধিবাদী লিবনিজের মতে, অন্যনিরপেক্ষভাবে থাকতে পারাই দ্রব্যের লক্ষণ নয়, অন্যনিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারাই দ্রব্যের স্বরূপ। এই অর্থে দ্রব্য এক নয়, বহু। বহু দ্রব্যই এক সাথে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে। লিবনিজ এই দ্রব্যের নাম দিয়েছেন 'চিৎ পরমাণু'। চিৎ পরমাণু অবিভাজ্য এবং চেতনধর্মী।

সুতরাং বুদ্ধিবাদীদের মতে, অন্যনিরপেক্ষতা হলো দ্রব্যের স্বরূপ। তবে এই অন্যনিরপেক্ষতা কারো মতে অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব, কারো মতে অন্যনিরপেক্ষ কর্মক্ষমতা।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে দ্রব্য

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, জাগতিক বিষয় জানার একমাত্র মাধ্যম ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ দু'রকমের : (১) সংবেদন ও (২) অন্তর্দর্শন। সংবেদনের মাধ্যমে পাওয়া যায় বাইরের বস্তুর জ্ঞান, আর অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে পাওয়া যায় মানসিক অবস্থার জ্ঞান। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বস্তুর গুণ জানতে পারি, কিন্তু গুণের অতিরিক্ত কোন অপরিবর্তিত সত্তার পরিচয় পাই না। সুতরাং বস্তুর মধ্যে গুণাতিরিক্ত দ্রব্য বলে কিছু নেই।

অন্তর্দর্শনের মাধমে আমরা সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয়, আনন্দ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার পরিচয় পাই; কিন্তু কোন অপরিবর্তিত সত্তার পরিচয় পাই না। সুতরাং মনের দিক থেকেও দ্রব্য বলে কিছু নেই। ঈশ্বর নামে কোন অসীম দ্রব্যও নেই, কারণ সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে কোনভাবেই এমন দ্রব্য জানা যায় না। যে কোন যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদীর পক্ষে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক। অর্থাৎ কোন যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদী দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী জন লক গুণের আধাররূপে জড়, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি এই দ্রব্যের নাম দেন 'অজ্ঞতা তত্ত্ব' (Know-not-what)।

বার্কলি দ্রব্যরূপে আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বার্কলি জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আর অভিজ্ঞতাবাদী হিউম জড়দ্রব্য, আত্মা, ঈশ্বরসহ কোন দ্রব্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেননি।

হিউমের মতে, দ্রব্য মনের কল্পনামাত্র। তাঁর মতে, যা সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে পাওয়া যায় না তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সুতরাং দ্রব্য বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।

কান্টের মতে দ্রব্য হলো জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার

কান্টের মতে, দ্রব্যের কোন বস্তুগত সত্তা নেই, আবার দ্রব্য, সংবেদন বা ধারণা বা অনুভূতির সমষ্টিও নয়। দ্রব্য হলো একটি ধারণা যা অভিজ্ঞতার পূর্বগামী। দ্রব্য হলো আমাদের জ্ঞানের এক মৌলিক ও অপরিহার্য ধারণা। বারটি সার্বিক ও অনিবার্য ধারণার মধ্যে দ্রব্য অন্যতম। দ্রব্য হলো বোধের আকার (Category of the Understanding)। এর সাহায্যেই আমাদের অভিজ্ঞতা সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়। তবে দ্রব্যের ধারণা কেবলমাত্র পরিদৃশ্যমান জগৎ বা অবভাসিক জগৎ সম্পর্কেই প্রযোজ্য, অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

হেগেলের মতে দ্রব্য

হেগেলের মতে, দ্রব্য হলো গুণসমূহের অন্তর্নিহিত এক বাস্তব সত্তা যা গুণাবলীতে প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে, দ্রব্য ও গুণ উভয় মিলেই বস্তুর পূর্ণরূপ। দ্রব্য ছাড়া গুণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, আবার গুণ ছাড়া দ্রব্য হয়ে ওঠে অর্থহীন। গুণগুলি শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে না, আবার গুণহীন একটি আধারের অস্তিত্বও সম্ভব নয়। যে কোন সত্তারই দুটি দিক আছে : (১) অস্তিত্বের দিক ও (২) প্রকাশের দিক। একটি ছাড়া আর একটি অর্থহীন। উভয় মিলেই দ্রব্যের পূর্ণরূপ প্রকাশ করে। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই দ্রব্য নিজেকে প্রকাশ ও উপলব্ধি করে। গুণ বা অবস্থার বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে এই দ্রব্য ঐক্যের যোগসূত্র রক্ষা করে।

সমালোচনা

(১) দ্রব্য সম্পর্কে সাধারণের মতবাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন- সাধারণের মতে, দ্রব্য হলো তাই যা শত পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু সেটি কী? দ্রব্যের সাথে গুণের সম্পর্ক কী? এসব প্রশ্নের উত্তর এই মতবাদে পাওয়া যায় না।

(২) বুদ্ধিবাদীরা নিজেরাই দ্রব্য সম্পর্কে এক মত হতে পারেননি। কারো মতে দ্রব্য তিনটি, কারো মতে একটি, কারো মতে বহু।

(৩) অভিজ্ঞতাবাদীদের মতবাদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, বাস্তব জীবনে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের গুণের অনুভব হয়। কিন্তু আসলে বাস্তবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের জ্ঞান হয়। যেমন- আমরা বলি, এই গাঁদা ফুলটি হয় হলুদ। তাই দ্রব্য নিছক গুণের সমষ্টি -এই অভিমত স্বীকার করা চলে না।

(৪) হেগেল কান্টের মতবাদের সমালোচনা করে বলেন, অবভাস ও বস্তুস্বরূপের মধ্যে কোন আত্যন্তিক পার্থক্য নেই। মানবমন ও বস্তুস্বরূপ উভয়ই একই পরম সত্তার ভিন্ন প্রকাশমাত্র। সুতরাং মনের বা জ্ঞানের আকার বস্তুস্বরূপের আকারও বটে।

সারাংশ

এই জগতের যাবতীয় জিনিসের পেছনে যে জিনিসের অস্তিত্ব ধারণা করা হয় তাকে দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেন। সাধারণ মানুষের মতে, দ্রব্য হলো তাই, যা শত পরিবর্তনের মাঝেও অপরিবর্তিত থাকে।

বুদ্ধিবাদীদের মতে, অন্যনিরপেক্ষতা হলো দ্রব্যের স্বরূপ। এই অন্যনিরপেক্ষতা কারো মতে অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব, কারো মতে অন্যনিরপেক্ষ কর্মক্ষমতা। যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, দ্রব্য বলে কিছু নেই, আছে শুধু গুণ। কিন্তু লক ও বার্কলি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। লক দ্রব্যের আধাররূপে জড়, আত্মা ও ঈশ্বরের; আর বার্কলি আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু হিউমের মতে, দ্রব্য মনের কল্পনামাত্র। কান্টের মতে, দ্রব্য হলো অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের আকার। আর হেগেলের মতে, দ্রব্য হলো গুণসমূহের অন্তর্নিহিত এক বাস্তব সত্তা যা গুণগুলিতে প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে, দ্রব্য ও গুণ মিলেই বস্তুর পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্রব্যের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। দ্রব্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদীদের মতামত ব্যাখ্যা করুন।

২। দ্রব্য সম্পর্কে হেগেলের মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। দ্রব্য হলো তাই যা শত পরিবর্তনের মাঝেও অপরিবর্তিত থাকে -এটি

(অ) সাধারণের মতবাদ (আ) বুদ্ধিবাদীদের মতবাদ

(ই) অভিজ্ঞতাবাদীদের মতবাদ (ঈ) কান্টের মতবাদ

২। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক লিবনিজের মতে দ্রব্য হলো

(অ) একটি (আ) দুটি

(ই) তিনটি (ঈ) বহু

৩। জগতে দ্রব্য বলে আসলে কিছু নেই, দ্রব্য মনের কল্পনা মাত্র-এটি

(অ) লকের অভিমত (আ) বার্কলির অভিমত

(ই) কান্টের অভিমত (ঈ) হিউমের অভিমত

৪। হেগেলের মতে দ্রব্য হলো

(অ) অজ্ঞাত তত্ত্ব (আ) অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব

(ই) জ্ঞানের আকার (ঈ) গুণসমূহের অন্তর্নিহিত এক বাস্তব সত্তা

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। দ্রব্য সম্পর্কে সাধারণের মতবাদই সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ।

২। দ্রব্য সম্পর্কে সব বুদ্ধিবাদীই একমত পোষণ করেন।

৩। কান্টের মতে, দ্রব্য হলো জ্ঞানের আকার।

৪। একজন যথার্থ অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে বার্কলি দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

সঠিক উত্তর

১। (অ) সাধারণের মতবাদ ২। (ঈ) বহু ৩। (ঈ) হিউমের অভিমত

৪। (ঈ) গুণসমূহের অন্তর্নিহিত এক বাস্তব সত্তা

১। মি ২। মি ৩। স ৪। মি

পাঠ ২

দ্রব্য সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ
Substance : Modern Views

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- দ্রব্য সম্পর্কে ব্রাডলি, আলেকজান্ডার, রাসেল, হোয়াইটহেড ও আধুনিক ভাষা-দার্শনিকদের অভিমত বর্ণনা করতে পারবেন।
- দ্রব্য সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

ভূমিকা

পূর্ববর্তী দার্শনিকদের দ্রব্য সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যে যে মতবাদটি গ্রহণযোগ্য ছিল তাহলো: 'দ্রব্য ও গুণের মধ্যে এক অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। দ্রব্য ছাড়া গুণ এবং গুণ ছাড়া দ্রব্য থাকতে পারে না। দ্রব্য গুণের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে।' কিন্তু আধুনিক দার্শনিকগণ এই মতের বিরুদ্ধাচারণ করে নতুন নতুন মতবাদ প্রদান করেন। তাঁদের মধ্যে ব্রাডলি, আলেকজান্ডার, রাসেল, হোয়াইটহেড ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে তাঁদের মতবাদগুলি আলোচনা করবো।

দ্রব্য সম্পর্কে ব্রাডলির মতবাদ

ব্রাডলির মতে, আমরা অভিজ্ঞতা বা বিচারবুদ্ধি কোনটির সাহায্যেই গুণের অতিরিক্ত কোন দ্রব্যের সন্ধান পাই না। যদি অভিজ্ঞতার সাহায্যে বস্তুকে বিশ্লেষণ করি তাহলে সেই বস্তুর গুণগুলি ছাড়া আর কিছুই পাই না। যেমন- চিনিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা মিষ্টত্ব, শুষ্কত্ব প্রভৃতি গুণগুলি ছাড়া চিনির দ্রব্যত্ব বলে অতিরিক্ত কোন সত্তা পাই না। সুতরাং গুণাতিরিক্ত কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। আবার বুদ্ধির সাহায্যেও এই দ্রব্যকে জানতে গেলে আমাদের হতাশ হতে হয়।

ব্রাডলির মতে, দ্রব্য ও গুণ এই আকারের সাহায্যে বস্তুস্বরূপকে জানা যায় না। দ্রব্য ও গুণের ধারণার মধ্যে স্ববিরোধ বা আত্মবিরোধ আছে। যা স্ববিরোধযুক্ত তা কখনই সত্য হতে পারে না। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ কখনই বাস্তব তত্ত্ব হতে পারে না । 'দুধ সাদা'-এই বচনে 'দুধ' দ্রব্য আর 'সাদা' গুণ। এই বচনে দ্রব্য যদি গুণ থেকে একান্ত পৃথক হয়, তবে 'দুধ সাদা'-একথা বলা যায় না। আর যদি তারা একান্ত অভিন্ন হয়, তবে 'দুধ সাদা' একথা বলার কোন অর্থ হয় না। 'রহিম রহিম'-এমন কথা কেউ বলে না। হয় দ্রব্য ও গুণ এক হবে, না হয় এরা পৃথক হবে। কিন্তু যদি এই দুই সম্ভাবনার কোনটাই সম্ভব না হয়, তবে দ্রব্য ও গুণকে মিথ্যা ধারণাই বলতে হয়। দ্রব্য গুণ থেকে পৃথকও হতে পারে না, আবার তা একও হতে পারে না। সুতরাং

দ্রব্য ও গুণ বাস্তব সত্য হতে পারে না। এরা প্রকাশ বা অবভাসমাত্র। ব্রাডলির মতে, শেষপর্যন্ত অবশ্য সব অবভাসই চরম তত্ত্ব পরম সত্তার কোলে ঠাঁই পায়। পরম সত্তা কোন কিছুই মিথ্যা বা তুচ্ছ বলে প্রত্যাখ্যান করে না। পূর্ণের মধ্যে সকল অপূর্ণেরই এক প্রকার সদগতি হয়।

সমালোচনা

ব্রাডলির মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে, দ্রব্য ও গুণ মিথ্যা বা অবভাসমাত্র। আর পরম সত্তা সৎ ও সত্য। যদি তাই হয় তাহলে তা অর্থাৎ অবভাস চরম তত্ত্বরূপ পরম সত্তার মধ্যে স্থান পায় কি করে? সত্যের মধ্যে কি মিথ্যা থাকতে পারে? এই সব প্রশ্নের উত্তর ব্রাডলি দেননি।

আবার ব্রাডলির মতে, দ্রব্য ও গুণ হয় এক হবে, না হয় তারা একান্তভাবেই পৃথক হবে। এই দুই সম্ভাবনা ছাড়া ব্রাডলি তৃতীয় কোন সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেননি। কিন্তু আমরা দ্রব্য ও গুণের যে সম্পর্ক স্বীকার করি, তাতে এই তৃতীয় সম্ভাবনার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। আমাদের মতে, দ্রব্য ও গুণ একান্তভাবে একও নয়, আবার তারা একান্তভাবে পৃথকও নয়। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা ঐক্য আছে। গুণের বৈচিত্র্যের মধ্যেই দ্রব্যের ঐক্য সম্যকভাবে বিকশিত ও পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং দ্রব্য ও গুণের এই সম্পর্ক স্বীকার করলে ব্রাডলির মতবাদ গ্রাহ্য হতে পারে না।

আলেকজান্ডারের মতে দ্রব্য

আলেকজান্ডারের মতে, 'দেশ-কাল বা শুদ্ধ গতিই হলো জগতের মূল উপাদান। এই বিশ্বের সমস্ত বস্তুই শুদ্ধ গতির কোন না কোন পরিণতিবিশেষ। গতিই জাগতিক সমস্ত বস্তুর যথার্থ সত্তা। সুতরাং কোন বস্তুই একেবারে গতিহীন হতে পারে না। তবে নিজের সীমার মধ্যে বস্তু তার যে কাঠামো কম-বেশি বজায় রেখে চলে তাকেই দ্রব্য বলে। যে কোন বস্তুর দুটি দিক থাকে, একটি তার স্থিতির দিক, অন্যটি হলো গতির দিক। বস্তুকে যখন স্থিতির দিক থেকে দেখি তখন তার নাম দ্রব্য, আর যখন গতির দিক থেকে দেখি তখন তা কারণ।

রাসেলের মতে দ্রব্য

রাসেল বলেন, দ্রব্য বলে অতীন্দ্রিয় স্থায়ী কোন পদার্থ নেই। দ্রব্য নামক আকার সাধারণ জ্ঞানের আলোচ্য বস্তু নামক ধারণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আধুনিককালে বিজ্ঞান জড়দ্রব্য বলতে ঘটনার সমষ্টিকে বোঝে। রাসেলের মতে, বিশ্বের সরলতম উপাদান হচ্ছে ঘটনা। ঘটনাই বিশ্বের সমস্ত বস্তুর একমাত্র একক। সমস্ত বস্তুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। জগতের অপরিবর্তিত সত্তা বলে কিছু নেই। যাকে আমরা বহির্বিশ্বে বস্তু নামে অভিহিত করি তা কতগুলি ঘটনার সমাহারমাত্র। সুতরাং দ্রব্য হলো একটি মৌলিক ধারণা, যার মাধ্যমে আমরা একটি বস্তুর ধারণাকে প্রকাশ করি।

হোয়াইটহেডের মতে দ্রব্য

হোয়াইটহেড কোন অপরিবর্তিত স্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং ঘটনা প্রবাহের নিবিড় সম্পর্কের কথা বলেন এবং দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ব্যবহারিক প্রয়োজনেই আমরা কোন একটি বস্তুকে অপরিবর্তিত ও অভিন্ন সত্তা বলে ধারণা করি, যদিও বস্তুটি অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং পরিবর্তন, সম্বন্ধ ও গুণের অতিরিক্ত কোন বস্তুগত স্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব মনের কল্পনামাত্র। দ্রব্য হলো আমাদের মনের বা জ্ঞানের পক্ষে একটি অবশ্যস্বীকার্য মৌলিক ধারণামাত্র।

আধুনিক ভাষা-দার্শনিকদের মতে দ্রব্য

আধুনিক ভাষা-দার্শনিকদের মতে, দ্রব্যের ধারণা একটি ভ্রান্ত ধারণা। গুণবাচক শব্দের ব্যবহারের সময় কোন দ্রব্যবাচক শব্দের প্রয়োজন হয়। যদিও এই প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে ভাষার প্রয়োজন, তবুও অনেক দার্শনিক ভুলবশত একে বাস্তব প্রয়োজন মনে করে বস্তু জগতে দ্রব্যের সন্ধান করেছেন। বলা বাহুল্য, ভাষা-দার্শনিকদের মতে, এই সন্ধান শুধু ভুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। অধ্যাপক এ. জে. এয়ার (A.J. Ayer)-এর মতে, সাধারণ ভাষা ব্যবহারের সময় বস্তু (Thing) বা দ্রব্য (Substance) এই পদের ব্যবহার করা হয়। যেমন- 'লবণ' হয় 'নোনতা' - এই বচনটিতে 'লবণ' এই শব্দটি ব্যবহার করতে হয়। এটা ভাষার দিক থেকে প্রয়োজন। তাই বলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের বাস্তব অস্তিত্ব আছে -এমন সিদ্ধান্ত করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং তাঁদের মতে, দ্রব্য একটি অর্থহীন শব্দ, কারণ দ্রব্য শব্দের দ্বারা অভিজ্ঞতায় প্রমাণ করা যায় এমন কিছুই বোঝায় না।

সারাংশ

দ্রব্য সম্পর্কীয় মতবাদের ক্ষেত্রে আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, ব্রাডলি, আলেকজান্ডার, রাসেল, হোয়াইটহেড ও ভাষা-দার্শনিকগণ। ব্রাডলির মতে, দ্রব্য ও গুণের ধারণার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। যা স্ববিরোধযুক্ত তা কখনই সত্য হতে পারে না। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ কখনই বাস্তব সত্য হতে পারে না। দ্রব্য ও গুণের ধারণা মিথ্যা বা অবভাসমাত্র।

আলেকজান্ডারের মতে, নিজ সীমার মধ্যে বস্তু যে কাঠামো কম-বেশি বজায় রাখে তাকে দ্রব্য বলে। রাসেলের মতে, দ্রব্য হলো একটি মৌলিক ধারণা যার মাধ্যমে আমরা একটি বস্তুর ধারণাকে প্রকাশ করি। হোয়াইটহেডের মতে, দ্রব্য হলো মনের বা জ্ঞানের একটি অবশ্যস্বীকার্য মৌলিক ধারণা।

আধুনিক ভাষা-দার্শনিকদের মতে, দ্রব্য হলো একটি অর্থহীন শব্দ। এই শব্দ শুধু ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে বা অভিজ্ঞতায় দ্রব্য বলে কোন কিছু পাওয়া যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্রব্য সম্পর্কে আধুনিক দার্শনিকদের মত ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। দ্রব্য সম্পর্কে ব্রাডলির মত ব্যাখ্যা করুন।

২। দ্রব্য সম্পর্কে আধুনিক ভাষা-দার্শনিকদের মতামত ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। ''নিজ সীমার মধ্যে চলতে গিয়ে বস্তু যে কাঠামো বজায় রাখে তাকে দ্রব্য বলে।"-একথা বলেন

(অ) ব্রাডলি (আ) আলেকজান্ডার

(ই) রাসেল (ঈ) হোয়াইটহেড

২। 'দ্রব্য হলো মনের অবশ্যস্বীকার্য একটি মৌলিক ধারণা'- উক্তিটি

(অ) ব্রাডলির (আ) রাসেলের

(ই) হোয়াইটহেডের (ঈ) ডেকার্টের

৩। 'দ্রব্য ও গুণ বাস্তব সত্য নয়, এরা প্রকাশ বা অবভাসমাত্র'-এটি বলেন

(অ) ব্রাডলি (আ) রাসেল

(ই) আলেকজান্ডার (ঈ) এয়ার

৪। আধুনিক ভাষা-দার্শনিক হলেন

(অ) ডেকার্ট (আ) লক

(ই) এয়ার (ঈ) হিউম

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। ব্রাডলির মতে, দ্রব্য হলো জ্ঞানের মৌলিক আকার।

২। রাসেলের মতে, দ্রব্য হলো অর্থহীন শব্দ।

৩। আলেকজান্ডারের মতে, দ্রব্য ও গুণের মধ্যে আত্মবিরোধিতা রয়েছে।

৪। রাসেলের মতে, বিশ্বের সরলতম উপাদান হচ্ছে ঘটনা।

সঠিক উত্তর

১। (আ) আলেকজান্ডার ২। (ই) হোয়াইটহেডের ৩। (অ) ব্রাডলি ৪। (ই) এয়ার

১। মি ২। মি ৩। মি ৪। স

পাঠ ৩

সার্বিক ধারণার প্রকৃতি : প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের অভিমত
The Nature of the Universal: The Views of Plato and Aristotle

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদ কয়টি ও কী কী? তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সার্বিক ধারণা সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল-এর মতামত বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

যে সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য কোন শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে তাকে সার্বিক ধারণা বলে। এই ধারণা বিষয়গত ধর্ম অর্থাৎ এই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বিষয়ের মধ্যেই বর্তমান থাকে। এই সার্বিক ধারণার স্বরূপকে কেন্দ্র করে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই সার্বিক ধারণা সম্পর্কে তিনটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য :

(১) বস্তুবাদ

(২) ধারণা বা প্রত্যয়বাদ ও

(৩) নামবাদ

আমরা এখানে বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

বস্তুবাদ (Realism)

বস্তুবাদ অনুসারে, সার্বিক ধারণা হলো বস্তুনিষ্ঠ। অর্থাৎ সার্বিকের বস্তুসত্তা আছে, সার্বিক নিছক নাম বা মনোগত ধারণা বা প্রত্যয় নয়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল হলেন বস্তুবাদের সমর্থক।

প্লেটোর মতে বস্তুবাদ

প্লেটোর মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কোন প্রকৃত সত্তা নেই, সার্বিকেরই সত্তা আছে। যেমন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বিশেষ বিশেষ মানুষ প্রত্যক্ষ করি। এই সব বিশেষ মানুষের যথার্থ কোন সত্তা নেই, কিন্তু মনুষ্যত্ব হলো সার্বিক ধারণা, যার যথার্থ সত্তা আছে। প্লেটোর মতে, সার্বিকের কোন না কোন অর্থে সত্তা আছে, এজন্য তাঁর মতবাদের নাম বস্তুবাদ। বিশেষের

যেমন সত্তা আছে, সার্বিকেরও তেমন সত্তা আছে। লাল রঙের বিশেষ বিশেষ মাত্রা (shade) আছে। কিন্তু সেই সাথে লালত্ব (redness) এই সার্বিকেরও অস্তিত্ব বা সত্তা আছে, বিভিন্ন বিশেষ লাল রঙের মাত্রা যার দৃষ্টান্তস্বরূপ। প্লেটো নৈতিক ধর্ম ও গাণিতিক পদার্থ নিয়ে তার সার্বিক ধারণায় বিশেষ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নিখুঁত সততা, নিখুঁত নিরপেক্ষতা পৃথিবীর কোথাও নেই। এ জগতে নিখুঁত বলে কিছু নেই। কিন্তু নিখুঁতের ধারণা আমাদের আছে। প্লেটোর মতে, বিশেষ সার্বিকের ত্রুটিপূর্ণ উদাহরণ।

সার্বিকের সাথে বিশেষের সম্পর্ক

সার্বিকের সাথে বিশেষের সম্পর্ক নিয়ে প্লেটো সুসংগত কিছু বলেননি। তবে তিনি দুটি অভিমত দিয়েছেন :

(১) উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো মূল (original) এর সাথে অনুকরণের বা অনুলিপির (copy) সম্পর্ক। এই পৃথিবীর সব ছাগলই ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু কোথাও না কোথাও বাস্তবে নিখুঁত ছাগল আছে, এই পৃথিবীর সব ছাগল যার ত্রুটিপূর্ণ অনুলিপি।

(২) বিশেষ সার্বিকে অংশগ্রহণ করে (The Particular participates in the Universal)। প্লেটোর মতে, বিশেষ নিছক ছায়া বা অর্ধবাস্তব। বিশেষ বস্তুর সাথে ধারণার সাদৃশ্যের কারণ বিশেষ বস্তুর ধারণায় অংশগ্রহণ।

সার্বিকের প্রকৃতি

প্লেটো সার্বিকের নাম দিয়েছেন অঢণট বা ধারণা। প্লেটোর মতে, সার্বিক একই শ্রেণীভুক্ত বহু বস্তু বা ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম নয়। সার্বিক হলো এক আদর্শ সত্তা, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি ঐ আদর্শের কম-বেশি অনুকরণ। যেমন 'মানুষ' এই ধারণার একটা আদর্শ সত্তা আছে। বিভিন্ন মানুষ এই আদর্শের কম-বেশি অনুকরণ। আবার 'মানুষ' এই শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম হচ্ছে 'মনুষ্যত্ব', যা হলো সার্বিক, যা না থাকলে কোন বিশেষ ব্যক্তি মানুষ হবে না। বাস্তব জগতের কোন মানুষ মনুষ্যত্বের ঐ আদর্শে পুরোপুরি পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু কম-বেশি অনুকরণ করে।

সার্বিকের বৈশিষ্ট্য

প্লেটো সার্বিক ধারণার কতগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন :

(১) এরা দ্রব্য অর্থাৎ স্বনির্ভর
(২) এরা সার্বিক
(৩) এরা বস্তু নয়, ধারণা
(৪) এরা বহুর মধ্যে এক। যেমন, মানুষের সংখ্যা অনেক, কিন্তু 'মানুষ' এই সার্বিক একটি মাত্র।
(৫) এরা হলো নিত্য পদার্থ, এরা অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর। কত মানুষ জন্ম নিচ্ছে এবং মৃত্যুবরণ করছে; কিন্তু 'মানুষ' এই সার্বিক ধারণার পরিবর্তন নেই, বিনাশ নেই।
(৬) এই ধারণাগুলি বুদ্ধিগ্রাহ্য।

প্লেটোর মতে, সার্বিকই সৎ। আর বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত, যা ঐ সার্বিকের কম-বেশি অনুকরণ, তা অসৎ। প্লেটোর মতে, বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তিকে নিয়ে ইন্দ্রিয়ের জগৎ, আর ধারণাকে নিয়ে এক পৃথক ভাবের জগত (World of Idea) এর অস্তিত্ব আছে। ইন্দ্রিয়ের জগৎ হলো ভাবের জগতের প্রতিচ্ছবি।

অ্যারিস্টটলের মতে বস্তুবাদ

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও বস্তুবাদে বিশ্বাসী। তবে তিনি প্লেটো থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, সার্বিক ও বিশেষ উভয়ের সত্তা আছে। সার্বিক হলো পরম তত্ত্ব (absolute reality), কিন্তু বিশেষে সার্বিকের অস্তিত্ব। সার্বিক স্বনির্ভর নয়। কোন শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির যে সাধারণ ধর্ম তা-ই হলো সার্বিক। যেমন, জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি হলো সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম। বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে এই সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। 'মানুষ' এই শ্রেণীর প্রতিটি মানুষের মধ্যে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি আছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই দুটি গুণ থাকায় আমরা সকল মানুষকে মানুষ শ্রেণীভুক্ত করেছি, 'যদিও অন্যান্য গুণের দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য অনেক। সুতরাং কোন শ্রেণীর যেটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাই হলো সার্বিক ধারণা (What the class has in common is a universal)। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সরল বা জটিল উভয় রকমেরই হতে পারে। শ্রেণীর বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়েই সার্বিকের অস্তিত্ব।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতামতের পার্থক্য

(১) প্লেটোর মতে, সামান্য আগে, আর বিশেষ পরে। কিন্তু অ্যারিস্টটলের মতে, বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের বাইরে সার্বিকের কোন অস্তিত্ব নেই।

(২) প্লেটোর মতে, সার্বিকের এক আদর্শগত সত্তা আছে। কিন্তু অ্যারিস্টটলের মতে, সার্বিক নিছক ধারণা নয়, বস্তুগত সাধারণ ধর্ম। যেমন, ঘোড়ার ডিমের কোন বস্তুগত সাধারণ ধর্ম নেই। কেননা কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত নেই যাতে তার অস্তিত্ব আছে।

(৩) প্লেটো সার্বিকের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক অতীন্দ্রিয় জগতের কল্পনা করেছেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল এরূপ জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

সমালোচনা

(১) প্লেটোর ধারণার জগৎ এক দুর্বোধ্য জগৎ। প্লেটো যে ভাবের জগতে ধারণাগুলির অস্তিত্বের কথা বলেন সেই ভাবের জগৎ এক নিছক কল্পনামাত্র। তাছাড়া প্লেটো ধারণার সাথে বিশেষের সম্পর্ক স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাঁর মতে, বিশেষ বিশেষ বস্তু ধারণার অংশীদার। কিন্তু কিভাবে? তা তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেননি।

(২) অ্যারিস্টটলের মতবাদের ত্রুটি হলো–সামান্য যদি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে অস্তিত্বশীল হয়, তাহলে তা এক বা অভিন্ন হয় কিভাবে? বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর সাধারণ ধর্ম যদি কিছু থাকে তা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তে ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি কি সবার মধ্যে

এক ও অভিন্ন? লাল, সবুজ, হলদে, নীল প্রভৃতি গুণ বললেও এদের মধ্যে কোন সাধারণ বর্ণের উপস্থিতি নেই।

সারাংশ

যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোন শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে তাকে সার্বিক বলে। সার্বিকের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা তিনটি মতবাদ পাই : (১) বস্তুবাদ (২) ধারণাবাদ বা প্রত্যয়বাদ ও (৩) নামবাদ।

বস্তুবাদ অনুসারে, সার্বিক হলো বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ সার্বিকের বস্তুসত্তা আছে। সার্বিক নিছক নাম বা মনোগত ধারণা বা প্রত্যয় নয়। বস্তুবাদের আমরা দু'জন প্রবক্তা পাই : (১) প্লেটো ও (২) অ্যারিস্টটল।

প্লেটোর মতে, সার্বিক হলো এক আদর্শ সত্তা, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু ঐ আদর্শের কম-বেশি অনুকরণ। বিশেষের প্রকৃত সত্তা নেই, সার্বিকেরই সত্তা আছে। প্লেটোর মতে, বিশেষ হলো সার্বিকের অনুলিপি। প্লেটো সার্বিকের নাম দিয়েছেন Idea বা ধারণা। তিনি ধারণার ছয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।

অ্যারিস্টটল প্লেটো থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। অ্যারিস্টটলের মতে, সার্বিক পরম তত্ত্ব কিন্তু কেবলমাত্র বিশেষেই সার্বিকের অস্তিত্ব। সার্বিক স্বনির্ভর নয়। তাঁর মতে, কোন শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তা-ই হলো সার্বিক। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সরলও হতে পারে, আবার জটিলও হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সার্বিক ধারণা কী? সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদ কয়টি ও কি কি?

২। সার্বিক ধারণার সংজ্ঞা দিন এবং এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদ

(অ) একটি (আ) দুটি
(ই) তিনটি (ঈ) চারটি

২। সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল

(অ) বস্তুবাদে বিশ্বাসী (আ) প্রত্যয়বাদে বিশ্বাসী
(ই) নামবাদে বিশ্বাসী (ঈ) সাধারণ ধারণাবাদে বিশ্বাসী

৩। বিশেষ হলো সার্বিকের কমবেশি অনুকরণ -উক্তিটি

(অ) প্লেটোর (আ) অ্যারিস্টটলের
(ই) ডেকার্টের (ঈ) লকের

৪। কোন শ্রেণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যই সার্বিক ধারণা -উক্তিটি

(অ) প্লেটোর (আ) অ্যারিস্টটলের
(ই) কান্টের (ঈ) হিউমের

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। বস্তুবাদ অনুসারে, সার্বিক হলো বস্তুনিষ্ঠ।

২। প্লেটো সার্বিকের নাম দিয়েছেন 'কল্পনা'।

৩। সার্বিকের প্রকৃতি সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এক মত পোষণ করেন।

৪। অ্যারিস্টটলের মতে, সার্বিক হলো পরমতত্ত্ব।

সঠিক উত্তর

১। (ই) তিনটি ২। (আ) প্রত্যয়বাদে বিশ্বাসী ৩। (অ) প্লেটোর ৪। (আ) অ্যারিস্টটলের

১। স ২। মি ৩। মি ৪। স

পাঠ ৪

সার্বিক ধারণার প্রকৃতি : নামবাদ
The Nature of the Universal: Nominalism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- নামবাদের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- নামবাদী দার্শনিকদের মতবাদ ব্যাখ্যা ও তুলনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের মধ্যে নামবাদ একটি। নামবাদ অনুসারে সার্বিক হলো নিছক নাম, নাম ছাড়া কিছু নয়। এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন হবস্, বার্কলি প্রমুখ দার্শনিকগণ। আমরা এখানে নামবাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

নামবাদ (Nominalism)

নামবাদ অনুসারে সার্বিক নিছক নাম। সার্বিকের কোন বস্তুগত বা মনোগত অস্তিত্ব নেই। শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে; এগুলো ছাড়া এর অতিরিক্ত কোন সার্বিকের অস্তিত্ব নেই। কাজ চালাবার জন্য যে নামের ব্যবহার করা হয় তাই হলো সার্বিক। নামবাদীরা মনে করেন, যে কোন ধারণাই বিশেষ ধারণা। তাই সার্বিক ধারণার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই। এক জাতীয় অনেক বিশিষ্ট ধারণাকে যখন আমরা কোন নাম দেই , তখন তাদের মধ্যে যা সাধারণ তা হলো নামটুকু আর কিছু নয়।

বার্কলির মতে সার্বিক ধারণা

বার্কলির মতে, সার্বিক ধারণা হলো অমূর্ত ধারণা এবং অমূর্ত ধারণার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করে অমূর্ত ধারণা ব্যক্ত করা হয় তা শুধুই নাম। আসলে অমূর্ত সার্বিক ধারণার অনুরূপ কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। মানুষ বলতে আমরা কোন না কোন বিশেষ মানুষের ধারণা পাই। অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে বিশেষ মানুষের ধারণা জেগে ওঠে। আমরা এমন কোন মানুষের ধারণা করতে পারি না যা বিশেষ মানুষ নয়। তবু বিভিন্ন মানুষের ধারণাকে একই নাম দেয়া হয়। একইভাবে আমরা এমন কোন বিশেষ বস্তুর ধারণা করতে পারি না যা বিশেষ কোন বস্তু নয়। কোন এক শ্রেণীর অন্তর্গত বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করার জন্য যখন আমরা কোন শব্দের ব্যবহার করি তখন সেই শব্দের অনুরূপ কোন

বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং সার্বিক ধারণার মনোজগতে বা বস্তুজগতে কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই।

সার্বিক ধারণার এক বিশেষ অর্থে অস্তিত্ব আছে

বার্কলির মতে, কোন নাম বা শব্দকে একাধিক বিশেষ ধারণার চিহ্ন বা সংকেতরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এই অর্থে ঐ নাম বা শব্দকে সার্বিক ধারণা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন ত্রিভুজের তিনটি কোণ মিলে দুই সমকোণ -এটি প্রমাণ করার জন্য কোন একটি ত্রিভুজকে অন্যান্য সকল ত্রিভুজের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহার করা হয়। কাজেই সার্বিক ধারণার এক বিশেষ অর্থে অস্তিত্ব আছে। সার্বিক ধারণা আসলে বিশেষ ধারণা, কিন্তু একই জাতীয় অন্যান্য বিশেষ ধারণার প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় সার্বিক হয়ে পড়ে। আমরা এক জাতীয় সব বিশেষ ধারণার জন্য একই নাম বা চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যেহেতু আমরা একই নাম ব্যবহার করি সেহেতু আমরা মনে করি যে ঐ নামের অনুরূপ একটি অমূর্ত সার্বিক ধারণার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আসলে তা নেই।

হবসের মতে সার্বিক ধারণা

হবসের মতে, কতগুলি নাম অনেকগুলি ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়; যেমন 'মানুষ', 'থালা'। এই সাধারণ নামগুলিকেই সার্বিক ধারণা বলা হয়। তাঁর মতে, সার্বিক পদ নামকে বুঝায়, সেই নামের দ্বারা যে বস্তু সূচিত হয় তাকে বোঝায় না। নাম হলো সমষ্টিগতভাবে নেয়া অনেকগুলি বিশিষ্ট বস্তুর নাম। এসব বিশিষ্ট বস্তুর কোনটিই সার্বিক নয়। তাছাড়া সার্বিক নাম কোন সার্বিক প্রত্যয়ের প্রতিনিধিত্ব করে না। 'সার্বিক' এই পদটি প্রকৃতিতে অস্তিত্বশীল এমন কোন বস্তুর নাম নয় বা এমন কোন ধারণার নাম নয়, যা আমরা মনে গঠন করি। সার্বিক হলো কোন শব্দ বা নামের নাম। যখন বলা হয় মানুষ তখন যে কোন মানুষকে সার্বিক বলা যায় না , প্রকৃতপক্ষে তারা সার্বিক হতেও পারে না। মানুষ হলো সার্বিক নাম, যা বহু বস্তুর বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে।

সমালোচনা

(১) নামবাদীদের মতবাদ বিভিন্ন দার্শনিকগণ নানাভাবে সমালোচনা করেছেন। অনেক দার্শনিকই মনে করেন, সার্বিক নিছক নাম নয়। সার্বিক ধারণা ছাড়া আমাদের চিন্তা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ চিন্তার বিষয়বস্তু সব সময়ই সার্বিক, কোন বিশিষ্ট বস্তু নয়।

(২) সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিদের একই নামে অভিহিত করা যায় না। কোন এক শ্রেণীর অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তুকেই আমরা এক নামে অভিহিত করি। যেমন- 'বৃক্ষ', 'গরু', 'মানুষ'। এক শ্রেণীর অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে কোন সাধারণ ধর্ম না থাকলে তাদের এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কয়েকটি বৃক্ষ ও কয়েকটি গরুকে আমরা কখনও এক শ্রেণীভুক্ত করি না । সুতরাং কোন সাধারণ ধর্ম উপস্থিত থাকলেই আমরা কতগুলি বস্তুকে এক শ্রেণীভুক্ত করি। বিভিন্ন বস্তুকে সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

কিন্তু যদি কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহলে তাদের সাদৃশ্য নিরূপিত হবে কিভাবে?

(৩) হস্‌পার্স নামবাদের সমালোচনা করে বলেন, যখন আমরা কোন বস্তুকে নীল বা লাল বলি তখন আমরা কতগুলি বস্তুর কথা বলি না। আমরা বস্তুর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলি, এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা বস্তুর সাথে অভিন্ন নয়। 'নীল জামা' আর নীল অভিন্ন নয়। আমরা এমন একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলি যা বস্তুটির আছে এবং অন্যান্য বস্তুরও থাকতে পারে অর্থাৎ এমন একটি ধর্ম, বহু বস্তু যার অংশীদার হতে পারে। আর একথা বলার অর্থ ব্যক্তি নিরপেক্ষ অস্তিত্বশীল ধর্মের কথা বলা। অর্থাৎ বস্তু আছে, বস্তুর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে, বহু বস্তু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সারাংশ

সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কীয় যে তিনটি মতবাদ রয়েছে তার মধ্যে নামবাদ একটি। নামবাদ একটি চরমপন্থী মতবাদ। এ মতের প্রবক্তা হলেন হবস্, বার্কলি প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দ। এ মতবাদ অনুসারে, সার্বিক ধারণা নিছক নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মনোগত বা বস্তুগত কোন রূপ অস্তিত্বই নেই। বার্কলির মতে, সার্বিক ধারণা হলো অমূর্ত ধারণা, যার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তিনি আরো বলেন, সার্বিক ধারণার মনোজগতে বা বস্তুজগতে কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই। হবসের মতে, কতগুলি নাম অনেকগুলি ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়। এই সাধারণ নামগুলিকেই সার্বিক ধারণা বলে। সার্বিক ধারণার কোন অস্তিত্ব নেই। সার্বিক হলো কোন শব্দ বা নামের নাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে নামবাদ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সার্বিক ধারণা সম্পর্কে বার্কলির মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

২। সার্বিক ধারণা সম্পর্কে হবসের মতবাদ আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। নামবাদের প্রবক্তা হলেন

(অ) বার্কলি (আ) হবস্

(ই) লক (ঈ) হবস্ ও বার্কলি

২। সার্বিক ধারণার এক বিশেষ অর্থে অস্তিত্ব আছে -কথাটি

(অ) বার্কলির (আ) হবসের

(ই) ডেকার্টের (ঈ) প্লেটোর

৩। সার্বিক হলো অমূর্ত ধারণা - কথাটি বলেন

(অ) লক (আ) প্লেটো

(ই) হবস্ (ঈ) বার্কলি

৪। সার্বিক হলো কোন শব্দ বা নামের নাম - কথাটি বলেন

(অ) অ্যারিস্টটল (আ) সক্রেটিস

(ই) হবস্ (ঈ) বার্কলি

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। নামবাদ একটি চরম মতবাদ।

২। নামবাদের প্রবক্তা লক।

৩। হবস্ বলেন, সার্বিক নাম কোন সার্বিক প্রত্যয়ের প্রতিনিধিত্ব করে না।

৪। বার্কলি বলেন, কোন নাম বা শব্দকে একাধিক বিশেষ ধারণার চিহ্ন বা সংকেতরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সঠিক উত্তর

১। (ঈ) হবস্ ও বার্কলি ২। (অ) বার্কলির ৩। (ঈ) বার্কলি ৪। (ই) হবস্

১। স ২। মি ৩। স ৪। স

পাঠ ৫

সার্বিক ধারণার প্রকৃতি : ধারণাবাদ বা প্রত্যয়বাদ
The Nature of the Universal: Conceptualism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- ধারণাবাদের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ধারণা মনোগত না বস্তুগত তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এই মতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিকগণ একমত হতে পারেননি। ফলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দেখতে পাই। এর মধ্যে প্রত্যয়বাদ বা ধারণাবাদ অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক মতবাদ। প্রত্যয়বাদীদের মতে, সার্বিকের বাস্তব জগতে অস্তিত্ব নেই, মনোজগতে অস্তিত্ব আছে। সার্বিক ধারণা হলো প্রত্যয় বা এক সাধারণ ধারণা।

ধারণাবাদ বা প্রত্যয়বাদ (Conceptualism)

দার্শনিক জন লক এই মতের অনুসারী। তাঁর মতে, এক জাতীয় বহু দ্রব্যের প্রত্যেকটির মধ্যে যে গুণগুলি বর্তমান সেগুলির জ্ঞানই হলো সার্বিক ধারণা। যেমন বেশ কিছু মানুষকে পরস্পরের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় যে, 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি' এই গুণের দিক থেকে সব মানুষের মধ্যে মিল আছে, যদিও অন্যান্য গুণের দিক থেকে তাদের মধ্যে মিল নেই। যেমন চেহারা, গঠন, বর্ণ ইত্যাদি। লক প্রমুখ দার্শনিকদের মতে, সামান্যের কোন অস্তিত্ব নেই, কেবল বিশেষ বস্তুরই অস্তিত্ব আছে। তাঁদের মতে, সার্বিক নিছক নাম নয়, তবে মনোগত সাধারণ ধারণা (General idea)। ধারণাবাদ অনুসারে, সার্বিক (Universal) নিছক নাম বা প্রতিরূপ নয়, এ হলো একটি সাধারণ ধারণা। বিশিষ্ট নাম (Proper names) ছাড়া সব সাধারণ শব্দই সার্বিক ধারণার নাম। কিন্তু এদের আবির্ভাব আমাদের মনে, প্রকৃতিতে নয়। প্রকৃতিতে কোন সার্বিক ধারণার অস্তিত্ব নেই। বিশেষেরই কেবল অস্তিত্ব আছে।

সার্বিক ধারণা গঠন

যে গুণগুলির দিক থেকে একটা শ্রেণীর কতগুলি সদস্যের মধ্যে মিল রয়েছে সেই গুণগুলিকে মনে মনে পৃথক করে নিয়ে তার উপর আমরা মনোনিবেশ করি। তারপর সার্বিকীকরণ পদ্ধতির

সাহায্যে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, ঐ গুণগুলি ঐ শ্রেণীর সকল সদস্যের মধ্যে বর্তমান। তারপর ঐ গুণগুলিকে একত্রিত করে তার একটা নামকরণ করি। তখন ঐ নামটা হয় সার্বিক ধারণা। এই সার্বিক ধারণার কোন সত্তা নেই, কিন্তু পৃথক পৃথক সদস্যের সত্তা আছে। সার্বিক ধারণা একটা শ্রেণীর অনিবার্য গুণাবলী নির্দেশ করে। যেমন মানুষের অনিবার্য গুণ হলো জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। তাই মানুষের সার্বিক ধারণা এই দুটি গুণকেই নির্দেশ করে।

সমালোচনা

লকের মতে, সার্বিক ধারণার শুধু মনোগত অস্তিত্ব আছে, বস্তুগত অস্তিত্ব নেই। কেননা বিশিষ্ট নাম (Proper names) ছাড়া সব সাধারণ শব্দ (General words) হলো প্রত্যয়ের বা সার্বিক ধারণার নাম। কিন্তু আমাদের মনেই এদের অস্তিত্ব, বাস্তবে নয়। সার্বিক ধারণা যদি হয় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের সাধারণ গুণ এবং তার যদি শুধু মনোগত অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় তাহলে 'ইউনিকনত্ব' ও 'বৃক্ষত্ব' এই দুই ধারণার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে কিভাবে? প্রথমটি সম্পূর্ণভাবে মনোগত, আর দ্বিতীয়টি মনোগত হলেও বস্তুগত হিসেবে গণ্য করেই আমরা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। সুতরাং সার্বিক ধারণা যদি শুধুই মনোগত হয়, তাহলে তার থাকা না থাকায় কিছুই আসে যায় না।

উপসংহার

সার্বিক ধারণার বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই। শুধু বিশিষ্ট বস্তুরই অস্তিত্ব আছে। বস্তু বিশেষ, সুতরাং সার্বিকত্ব (Universality) বস্তুর গুণ নয়, শব্দেরই গুণ। সার্বিক ধারণা বুদ্ধির উদ্‌ঘাটন এবং বুদ্ধি নিজের ব্যবহারের জন্য এদের গঠন করে। এই ধারণা অমূর্ত ও মনোগত। বাস্তবে অস্তিত্বশীল কোন সার্বিক ধারণা নেই। লক সার্বিক ধারণার মানোগত বা ব্যক্তিগত অস্তিত্বই কেবল স্বীকার করেন।

সারাংশ

ধারণাবাদের সমর্থক হলেন লক। এই মতবাদ অনুসারে, এক জাতীয় বহু দ্রব্যের প্রত্যেকটির মধ্যে যে গুণগুলি বর্তমান সেগুলির জ্ঞানই হচ্ছে সার্বিক ধারণা। তাঁর মতে, সার্বিক ধারণা হলো মনোগত, বাস্তবে এদের কোন অস্তিত্ব নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সার্বিক ধারণার প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে ধারণাবাদ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ধারণাবাদের সংজ্ঞা দিন।

২। সার্বিক ধারণার গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। ধারণাবাদের সমর্থক হলেন

(অ) মিল (আ) লক

(ই) প্লেটো (ঈ) অ্যারিস্টটল

২। 'সার্বিক ধারণা মনোগত, বাস্তবে এর অস্তিত্ব নেই'-উক্তিটি

(অ) লকের (আ) মিলের

(ই) প্লেটোর (ঈ) অ্যারিস্টটলের

৩। লকের মতবাদের নাম

(অ) বস্তুবাদ (আ) ধারণাবাদ

(ই) নামবাদ (ঈ) কোনটিই নয়

৪। লকের মতানুসারে

(অ) সার্বিক ধারণার বস্তুগত অস্তিত্ব আছে।

(আ) নামই হচ্ছে সার্বিক ধারণা।

(ই) সার্বিক ধারণা মনোগত।

(ঈ) সার্বিক ধারণা পরমতত্ত্ব।

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। ধারণাবাদ সার্বিকের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

২। সার্বিক ধারণার সমর্থক হলেন প্লেটো।

৩। সার্বিক ধারণা একটা শ্রেণীর অনিবার্য গুণ নির্দেশ করে।

৪। সার্বিক ধারণা সমালোচনামুক্ত মতবাদ।

সঠিক উত্তর

১। (আ) লক ২। (অ) লকের ৩। (আ) ধারণাবাদ ৪। (ই) সার্বিক ধারণা মনোগত।

১। মি ২। মি ৩। স ৪। মি